গ্রিস নিধনযজ্ঞ

জেমস পেট্রাস

গ্রিস এবং ইইউ আজ যে সংকট ও বিকল্পগুলোর মুখোমুখি, তার উৎস সন্ধান করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। এরজন্য গত তিন দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গ্রিস এবং ইইউয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বর্তমান সংকট এবং গ্রিসের অর্থনীতিতে ইইউয়ের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে সিরিজার উত্থান, নির্বাচন এবং ইইউয়ের আধিপত্যের কাছে এর ক্রমান্বয়ে নতি স্বীকার পর্যালোচনা করা হয়েছে যা আগে লিখিত হলেও সর্বশেষ পরিস্থিতি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাংকগুলোসহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে গ্রিস সরকার এখন এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। গ্রিসের এক কোটি ১০ লাখ শ্রমিক, চাকরিজীবী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের টিকে থাকাই ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। যদি সিরিজা সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ব্যাংকারদের প্রদত্ত শর্ত মেনে নেয় এবং তাদের ব্যয় সংকোচন নীতি অব্যাহত রাখে, তাহলে গ্রিস কয়েক দশকের অনুন্নয়ন, চরম দারিদ্র্য এবং ঔপনিবেশিকতার কবলে পতিত হবে। আর যদি প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাহলে দেশটিকে ২৭০ বিলিয়ন ইউরোর বিদেশি ঋণ অস্বীকার করতে হবে। এতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ধস নামতে পারে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পতন ঘটতে পারে।

ইইউয়ের নেতৃত্ব চাইছে সিরিজা পার্টি নেতারা গ্রিসের জনগণের কাছে করা তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করুক। ব্যয় সংকোচন নীতির পরিসমাপ্তি, ঋণ পরিশোধ এবং জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগের অঙ্গীকারের কারণেই সিরিজা পার্টি এ বছরের (২০১৫) ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচত হয়েছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা এত সহজ নয়। কেননা সিরিজা নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ফলাফল বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অন্য কথায়, তাদের নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্তের প্রভাব শুধু স্থানীয়, আঞ্চলিক পরিসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ই পড়বে। গ্রিস ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে শুধু যে ইউরোপের ঋণ দাতা ও গ্রহীতারাই আক্রান্ত হবে তা নয়, গোটা পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থার ওপরই বিনিয়োগকারীদের আস্থায় চিড় ধরবে। পশ্চিমা সকল ব্যাংকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রিসের ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি গ্রিক ব্যাংকগুলোর পতন হয়, তাহলে পশ্চিমা ব্যাংকগুলোও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা পশ্চিমা দেশের সরকারগুলোর পক্ষেও সামলানো কঠিন হবে। এই ব্যাংকগুলোতে বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আবশ্যিক হয়ে পড়বে। সেই সাথে গ্রিস সরকারেরও তার নিজের দেশের গোটা আর্থিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। এই পুরো প্রক্রিয়ার প্রভাব সর্বপ্রথম দক্ষিণ ইউরোপে দেখা যাবে এবং এরপর উত্তরের প্রভাবশালী অঞ্চলে এবং ক্রমেই যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়বে। গ্রিস এবং ইইউ আজ যে সংকট ও বিকল্পগুলোর মুখোমুখি, তার উৎস খুঁজতে হলে গত তিন দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে কারণে আমরা প্রথমে ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গ্রিস এবং ইইউয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করব। তারপর বর্তমান সংকট এবং গ্রিসের অর্থনীতিতে ইইউয়ের হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করব। সর্বশেষ সিরিজার উত্থান, নির্বাচন এবং ইইউয়ের আধিপত্যের কাছে এর ক্রমান্বয়ে নতি স্বীকার এবং এই সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে অতীতের 'রাজা-প্রজা' (Lord and Vassal) সম্পর্কের অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলব।

পশ্চিমা সকল ব্যাংকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রিসের ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি গ্রিক ব্যাংকগুলোর পতন হয়, তাহলে পশ্চিমা ব্যাংকগুলোও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা পশ্চিমা দেশের সরকারগুলোর পক্ষেও সামলানো কঠিন হবে।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার অতীত ইতিহাস

গ্রিস ১৯৮০ সালে ফরাসি-জার্মান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশ হিসেবে তদানীন্তন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল বা ইইসির অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্দ্রে পাপানদ্রেয়ু নেতৃত্বাধীন প্যান-হেলেনিক সমাজতান্ত্রিক পার্টি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে গ্রিসের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতিতে আমূল পরিবর্তনের আশা দেখা দেয়। নির্বাচনী প্রচারণায় পাপানদ্রেয়ু ন্যাটো এবং ইইসির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, আমেরিকান সেনাবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল এবং উৎপাদননির্ভর 'সামাজিক মালিকানা'ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ নির্বাচিত হবার পরপরই পাপানদ্রেয়ু ইইসি এবং ওয়াশিংটনকে নিশ্চিত করেন যে, তাঁর সরকার ইইসি এবং ন্যাটোর সাথে থাকবে এবং আমেরিকার সেনাবাহিনীর ঘাঁটি সংক্রান্ত চুক্তি নবায়ন করবে। ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে করা এক সরকারি সমীক্ষায় ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন বা ইইউয়ের সাথে থাকার ফলাফল হিসেবে গ্রিসকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে কী কী খেসারত দিতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছিল। সমীক্ষায় বিশেষ করে বাণিজ্য, বাজেট এবং বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয়টি উঠে এসেছিল। কিন্তু পাপানদ্রেয়ু এসব কোনো কিছুই আমলে নেননি। বরং রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন ইইসির কাছ থেকে বড় অঙ্কের অর্থ ঋণের বিনিময়ে। পাপানদ্রেয়ু জনগণের সামনে স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে বক্তৃতা করতেন, কিন্তু আড়ালে ইউরোপীয় ব্যাংক এবং গ্রিসের জাহাজ ও ব্যাংকিং গোষ্ঠীতন্ত্র বা অলিগার্কির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ব্রাসেলসের ইউরোপীয় ক্ষমতাবান শ্রেণি এবং এথেন্সের গ্রিক গোষ্ঠীতন্ত্র বা অলিগার্কি গ্রিসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পাপানদ্রেয়ু পূর্ববর্তী ডানপন্থী সরকারের সকল মক্কেলতন্ত্র-নির্ভর (Clientilistic) কর্মনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে স্রেফ ডানপন্থীদের জায়গায় পাসোক (PASOK) পার্টির অনুগতদের এনে বসালেন। এর

ফলে ইইসি পাপানদ্রেয়ুর লোকদেখানো পরিবর্তনকামী (র‍্যাডিক্যাল) রাজনীতিকে আমলে নেওয়া বাদ দিয়ে বরং দুর্নীতিপরায়ণ ও পরনির্ভরশীল শাসনব্যবস্থার পেছনে অর্থ ঢেলে গ্রিস রাষ্ট্রটির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের দিকে মনোযোগ দেয়। গ্রিস সরকারও এ সময় গ্রিসের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা খাত থেকে অর্থ সরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠপোষকতানির্ভর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ইইসি জানত যে, গ্রিসের অর্থনীতির ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের সহায়ক হিসেবে গ্রিসের নীতি নির্ধারণ করা যাবে।

এসবের মাঝে পাপানদ্রেয়ুর 'তৃতীয় বিশ্ব' স্লোগান অকার্যকর হয়ে পড়ে। ইইউ এবং ন্যাটোর জালে গ্রিস গভীরভাবে আটকা পড়ে যায়। পাপানদ্রেয়ু জনকল্যাণমূলক খাত, মজুরি বৃদ্ধি, পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির পেছনে ব্যয় বাড়ানোর সমাজতান্ত্রিক স্লোগান পরিত্যাগ করে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে লুটেরা পুঁজিপতিদের দ্বারা দেউলিয়া হয়ে যাওয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পেছনে অর্থ ঢালতে লাগলেন। ফলে জীবনযাপনের মান বাড়লেও গ্রিসের অর্থনৈতিক কাঠামোটি একটি অধীনস্থ রাষ্ট্রের মতো ইইসির অর্থায়ন, ইউরোপীয় পর্যটক আর রিয়েল এস্টেটের আয়ের ওপর নির্ভরশীল ভাড়াজীবী (Rentier) অর্থনীতির আদলেই রয়ে গেল। এসবের মধ্য দিয়ে পাপানদ্রেয়ু গ্রিসকে ন্যাটোর অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, গ্রিস থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হলো এবং একই সাথে গ্রিস জার্মানি ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর পণ্যবাজারে পরিণত হলো। অক্টোবর ১৯৮১ থেকে জুলাই ১৯৮৯ সালের মধ্যে গ্রিসের ভোগ বাড়লেও পণ্য উৎপাদন থাকে স্থবির। ইইসির অর্থ ব্যবহার করে পাপানদ্রেয়ু ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এদিকে ইউরোপের কাছে গ্রিসের ধার দিনকে দিন বাড়তেই থাকে...ইইসি নেতারা এর জন্য পাপানদ্রেয়ুর বিশাল সামরিক বাহিনীর লুটপাটকে অভিযুক্ত করলেও এর বিরুদ্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি। ব্রাসেলস বুঝে গিয়েছিল, গ্রিসের পরিবর্তনকামী জনগণের লাগাম টেনে ধরতে, গ্রিসের ওপর ইইসির খবরদারি বজায় রাখতে এবং একে ন্যাটোর অধীনস্থ রাখতে পাপানদ্রেয়ু এবং পাসোক (PASOK) হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি।

পাসোক ও নিউ ডেমোক্রেসির মতো প্রধান দুটি দল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ইইউকে রীতিমতো সেধে এনেছে। গোষ্ঠীতন্ত্রের সেবা করতে করতে এবং ইইউয়ের অধীনস্থ থাকতে থাকতে পাসোক দলটির 'সমাজতন্ত্রের' স্লোগান অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়।

পাসোকের স্বল্পমেয়াদি পুনর্গঠন, কৌশলগত দাসখত এবং সিরিজা পার্টির জন্য শিক্ষা

পাসোক দলটি ক্ষমতায় থাকুক আর ক্ষমতার বাইরেই থাকুক, সর্বদাই তার ডানপন্থী প্রতিপক্ষ নিউ ডেমোক্রেসি পার্টির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ন্যাটো-ইইসির সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ইউরোপীয় ন্যাটো সদস্য দেশের মধ্যে গ্রিস সব সময়ই সর্বোচ্চ মাথাপিছু সামরিক ব্যয় বজায় রেখেছে। এ কারণে গ্রিস স্বল্পমেয়াদি সামাজিক পুনর্গঠন এবং বড় আকারের দীর্ঘমেয়াদি দুর্নীতি অর্থায়নের ঋণ পেতে থাকে। সেই সাথে সারা দেশে দলীয়-রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বেষ্টনী বিস্তার করতে থাকে।

২০০২ সালে নয়া-উদারবাদী প্রধানমন্ত্রী কোস্টাস সিমিটিস ক্ষমতায় আসার পর পাসোক অবস্থান পাল্টায়। ওয়াল স্ট্রিট ভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় বাজেট ঘাটতি সম্পর্কিত সরকারি পরিসংখ্যান পাল্টে ফেলে এবং ইউরোপিয়ান মুদ্রা ইউনিয়নের সদস্য হয়। সিমিটিস মুদ্রা হিসেবে ইউরোকে গ্রহণ করার ফলে গ্রিসের অর্থনীতি জার্মান অর্থ মন্ত্রণালয় প্রভাবাধীন ব্রাসেলসের অনির্বাচিত ইউরোপিয়ান কর্মকর্তাদের আরো অধীনস্থ হয়ে পড়ে। গ্রিসের বিদ্যমান গোষ্ঠীতন্ত্র সামরিক ব্যয়ের অর্থ লোপাট, ব্যাংক জালিয়াতি এবং ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে সদ্য কোটিপতি হওয়া পাসোক পার্টি সদস্যদের ক্ষমতার ওপরের দিকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

ব্রাসেলসের ক্ষমতাবানরা গ্রিসের মধ্যবিত্তদের ঋণ করে ঘি খেয়ে উন্নত ইউরোপীয় জীবনের মোহে বিভোর রাখে। এমনকি তিরিশ কোটি ইউরো লোপাট করা বড় ব্যাংক জালিয়াতও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাপানদ্রেয়ুর অফিসে জায়গা করে নিয়েছিল। ব্রাসেলস এবং এথেন্সের মাঝের মক্কেলতান্ত্রিক (Clientele) সম্পর্কের মতো গ্রিসের অভ্যন্তরেও গড়ে ওঠে নানা পরনির্ভরশীল সম্পর্ক।

এমনকি ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধসের আগেও ইইউয়ের অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট ব্যাংকার, আনুষ্ঠানিক ঋণদাতারা গ্রিসের রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। বিশ্ব পুঁজিবাজারে ধস গ্রিসের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সামনে নিয়ে আসে এবং গ্রিসের অর্থনীতিতে ত্রিপাণ্ডব (ঞৎড়রশধ) হিসেবে পরিচিত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের একেবারে সরাসরি হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি তৈরি করে। গ্রিসের অর্থনীতিকে বেইল আউট বা উদ্ধারের শর্ত হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ব্যয় সংকোচনের নীতি আরোপ করেছিল, যার ফলাফলস্বরূপ গ্রিসের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, বড় আকারে মন্দা দেখা দেয়, ২৫ শতাংশ উপার্জন হ্রাস এবং ২৮ শতাংশ বেকারত্বের কারণে ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যায়।

গ্রিস: দাওয়াত দিয়ে আনা বন্দিত্ব

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে গ্রিসের রাজনৈতিক দলগুলো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকে ২০০৯ থেকে ২০১৪-এর মধ্যে ৩০টি সাধারণ ধর্মঘট পালনের ব্যাপারটি বাদ দিলে বলা যায়, পাসোক ও নিউ ডেমোক্রেসির মতো প্রধান দুটি দল ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ইইউকে রীতিমতো সেধে এনেছে। গোষ্ঠীতন্ত্রের সেবা করতে করতে এবং ইইউয়ের অধীনস্থ থাকতে থাকতে পাসোক দলটির 'সমাজতন্ত্রের' স্লোগান অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়। আর দক্ষিণপন্থী নিউ ডেমোক্রেসি পার্টি তো গ্রিসের ওপর ইইউয়ের নিয়ন্ত্রণকে আরো শক্ত এবং মজবুত করতে ভূমিকা রাখে। অধীনস্থ গ্রিস রাষ্ট্রকে দেওয়া ট্রয়কা বা ত্রিপাণ্ডবের অর্থ ('বেইল আউট') খরচ হয় জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজ গোষ্ঠীতন্ত্রের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ পরিশোধ এবং গ্রিসের বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে বিলিবন্টনের কাজে। আর ক্রমবর্ধমান বহির্গামী ঋণ পরিশোধের চাপ সামলাতে গিয়ে গ্রিসের জনগণকে ব্যয় সংকোচন নীতির ভুক্তভোগী হতে হয়।

ইউরোপ: ইউনিয়ন, নাকি সাম্রাজ্য?

২০০৮-০৯ এর ইউরোপীয় অর্থনীতির ধসের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ে এর দুর্বলতম অংশে–দক্ষিণ ইউরোপ ও আয়ারল্যান্ডে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাস্তবিক পক্ষে একটি সাম্রাজ্য, যার সবচেয়ে শক্তিধর দেশ জার্মানি এবং ফ্রান্স সরাসরি ও উন্মুক্তভাবে বিনিয়োগ,

ব্যবসা, মুদ্রানীতি ও অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইইউ গ্রিসকে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা বেইল আউট করেছে, তার মূল উদ্দেশ্য কতগুলো মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনে গ্রিসকে বাধ্য করা। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর বেসরকারীকরণ, স্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ত করে ফেলা এবং উপার্জন ও বিনিয়োগ নীতির ওপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এর মধ্য দিয়ে গ্রিস আর স্বাধীন রাষ্ট্র রইল না, সম্পূর্ণভাবেই উপনিবেশিত হয়ে গেল।

গ্রিসের ধারাবাহিক সংকট: একীভূত ইউরোপ সংক্রান্ত মোহের পরিসমাপ্তি

গ্রিসের জনগণ ভেবেছিল, ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে সৃষ্ট চাকরিচ্যুতি, বাজেট কর্তন, বেসরকারীকরণ প্রভৃতি সাময়িকভাবে দেখা দিলেও পরবর্তীতে এর ফলে ঋণের দায় কমবে, বাজেটে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে, সর্বোপরি দুর্দশা কাটিয়ে অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। অন্তত পক্ষে ব্রাসেলসের অর্থনীতিবিদ ও নেতৃত্ব তাদের এমনটাই বুঝিয়েছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঋণ আরো বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির চাকা নিম্নগামী হয়, বেকারত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং অর্থনৈতিক মন্দা আরো গভীর হয়। আসলে ব্রাসেলসের ব্যয় সংকোচন নীতির উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশি ব্যাংকারদের আরো ধনী করা এবং গ্রিসের পাবলিক সেক্টরকে লুণ্ঠন করা। গ্রিসের সার্বভৌমত্ব হরণের মাধ্যমেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই যাবতীয় লুণ্ঠন কার্যক্রম চালায়। গ্রিসের প্রধান দুই পার্টি PASOK ও New Democrac স্বেচ্ছায় এই কাজে সহযোগিতা করেছে। গ্রিসের ৫৫ শতাংশ যুবকের (১৬-৩০ বছর) বেকারত্ব, তিন লাখ বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং এক বৃহৎ সংখ্যক (১৭৫০০০ এর অধিক) মানুষ অভিবাসী হবার পরেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রিসের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে 'ব্যয় সংকোচন নীতি'র ব্যর্থতা স্বীকার করেনি। রীতিমতো জবরদস্তি করে এই ব্যর্থ নীতি আঁকড়ে থাকার কারণ হলো, এর মাধ্যমে ইইউ লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মাধ্যমে ক্ষমতা, অগ্রাধিকার এবং মুনাফার সুবিধা ভোগ করছিল।

তাছাড়া গ্রিসে ব্রাসেলসের নীতির অকার্যকারিতা মেনে নিলে ফ্রান্স, ইতালিসহ দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই অকার্যকারিতা মেনে নেওয়ার চাপ তৈরি হবে। অর্থনৈতিক সংকট আর মন্দা সামলানোর নামে সামাজিক ব্যয় ও মজুরি হ্রাসের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকার ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী ক্ষমতাবানরা লাভবান হয়েছে। গ্রিসে ব্যর্থতা মেনে নিলে সমগ্র উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে তাদের অর্থনৈতিক নীতি, মতাদর্শ ও ক্ষমতাসীনদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশের সরকারগুলো গ্রিসের ব্যয় সংকোচন নীতি এবং কাঠামোগত সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নেয়, কারণ এই সরকারগুলো অর্থনৈতিক সংকটের কালে নিজ নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণির জীবনমানও কোরবানি দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট ২০০৮-০৯ থেকে এখন (২০১৫) পর্যন্ত চলমান। এখনো শাসকশ্রেণির মুনাফা এবং প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি নিশ্চিত করতে জনগণের কঠোর আত্মত্যাগের প্রয়োজন ফুরায়নি। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইউরোপীয় কমিশন, আইএমএফসহ সকল বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান একজোট হয়ে আছে, তাদের নির্দেশিত পদ্ধতির সামান্য বিচ্যুতিও সহ্য করা হবে না। ব্রাসেলস ইইউভুক্ত সকল দেশকে শেখাতে চায়–হয় অর্থনীতির শ্বাস রোধ করতে হবে অথবা ধারাবাহিক ঋণদাসত্ব মেনে নিতে হবে। আপাতত এই বার্তা সরাসরি গ্রিসের উদ্দেশে দেওয়া হলেও অন্য সব রাষ্ট্র, গণ-আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়নসহ যারাই ব্রাসেলসের গোষ্ঠীতন্ত্র এবং বার্লিনের ক্ষমতাবানদের বিরোধিতা করতে চাইবে, তাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

সকল সংবাদ মাধ্যম এবং প্রধান অর্থনীতিবিদরা ব্রাসেলসের এই গোষ্ঠীতন্ত্রের পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। সকল উদারপন্থী, রক্ষণশীল এবং স্যোশাল ডেমোক্র্যাট মন্দার শিকার বিভিন্ন দেশের জনগণ, নিম্ন আয়ের শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বারবার একটাই বার্তা দিয়ে যাচ্ছেন, অর্থনীতির পুনর্জীবন আশা করলে ব্যয় সংকোচন ও জীবনমানের অবনমন মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। যদিও গত পাঁচ বছর ধরে তা মেনে চললেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। গ্রিস ইউরোপের অর্থনৈতিক এলিটদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, কারণ গ্রিসের জনগণ এখন আর স্রেফ আন্দোলনের পর্যায়ে নেই, তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে এসেছে। সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার, ব্যয় সংকোচন নীতি প্রত্যাহার এবং ঋণদাতাদের সাথে সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির এজেন্ডা নিয়ে সিরিজা পার্টির নির্বাচনে জয়লাভের কারণে গোটা মহাদেশজুড়ে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

> ব্রাসেলস ইইউভুক্ত সকল দেশকে শেখাতে চায়–হয় অর্থনীতির শ্বাস রোধ করতে হবে অথবা ধারাবাহিক ঋণদাসত্ব মেনে নিতে হবে।

সিরিজার উত্থান: দ্বিচারিতার ঐতিহ্য, গণসংগ্রাম এবং পরিবর্তনের অঙ্গীকার

সিরিজা পার্টি ছোট ছোট মার্ক্সবাদী গ্রুপের জোট থেকে বড় আকারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় মূলত লাখ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত সরকারি চাকরিজীবি, পেনশনভোগী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে। এদের অনেকেই আগে পাসোক পার্টির সমর্থক ছিলেন। ২০০০-২০০৭ সাল পর্যন্ত গ্রিসের জনগণের জীবনমান এবং চাকরির নিশ্চয়তা কিছুটা ছিল। কিন্তু এরপর এই নিশ্চয়তা তারা হারায়। গ্রিসের জনগণ সিরিজাকে ভোট দিয়েছে পূর্বের সেই নিশ্চয়তা ফিরে পাবার আশায়। পাঁচ বছর তীব্র নিষ্পেষণের পর তারা পাসোক এবং নিউ ডেমোক্রেসি পার্টি উভয়কেই বর্জন করেছিল। তারা শুরুতে মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট করে ডানপন্থীদের ওপর চাপ দিচ্ছিল, যেন ইইউয়ের দেখানো পথ থেকে গ্রিস সরকার সরে আসে এবং ইইউয়ের সদস্যপদ বহাল রেখেই ব্যয় সংকোচনের নীতি পরিহার করে।

এই বিরোধিতার কারণেই সিরিজা পার্টির এই অংশটাকে র‍্যাডিক্যাল মনে হয়। আবার তাদেরকে অতীতের ব্যাপারে বেশ নস্টালজিক বা স্মৃতিকাতরও মনে হয়। এই স্মৃতিকাতরতা লন্ডন-প্যারিসে ছুটি কাটানো, সস্তা ঋণের মাধ্যমে আমদানি করা গাড়ি আর খাদ্যসামগ্রী ক্রয়, ইংরেজি বলার এবং নিজেকে 'আধুনিক' ও 'ইউরোপীয়' ভাবার।

সিরিজা সমর্থকদের এই অস্পষ্ট/দ্বৈত অবস্থানের প্রতিফলন সিরিজার রাজনীতির মধ্যেও দেখা যায়। অন্যদিকে র‍্যাডিক্যাল বা পরিবর্তনকামী বেকার যুবক এবং শ্রমিক–যারা কখনই ভোগবাদী সমাজের অংশ ছিল না, যারা নিজেকে কখনো 'ইউরোপীয়' হিসেবে ভাবেনি, তারাও সিরিজাকে ভোট দিয়েছিল। সিরিজা পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে একটা বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ রকম কম সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে জনগণ সিরিজার সাথে যুক্ত হবার কারণে এর সমর্থক-নেতৃত্বের মাঝে বড় রকমের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যে ছোট ছোট মার্ক্সবাদী গ্রুপ মিলে প্রথমে মূল সিরিজা পার্টি গঠিত হয়েছিল, তারাই এর সবচেয়ে কঠোর পরিবর্তনকামী বা র‍্যাডিক্যাল

অংশ। বেকার যুবকদের অংশটা যোগ দেয় আরো পরে, দ্বিতীয় পর্যায়ে। সংকটের শুরুর দিকে পুলিশের গুলিতে এক তরুণ নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পুলিশের সাথে তরুণদের দাঙ্গার কালে বেকার যুবকদের অংশটা সিরিজা পার্টির সাথে যুক্ত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সিরিজার সাথে এসে যুক্ত হয় চাকরিচ্যুত হাজার হাজার সরকারি শ্রমিক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যারা ২০১২ সালে Troika-র আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থ পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে ডুবতে বসা PASOK পার্টির প্রাক্তন সদস্যরা সিরিজার সাথে যুক্ত হয়।

সিরিজার বামধারা মূলত সাধারণ মানুষ এবং স্থানীয় আন্দোলনের মধ্যস্তরের নেতাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সিরিজার শীর্ষ নেতৃত্ব মূলত শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী, কেউ কেউ বিদেশ থেকে আসা। অনেকেই সাম্প্রতিক সময়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, এমনকি পার্টি মেম্বারও না। কিছুসংখ্যক গণ-আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন, কিছুসংখ্যক সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত। সিরিজা ২০১৫ সালে নির্বাচনে জয়ী হবার পর সমাজ কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন (সমাজতন্ত্র) সংক্রান্ত কর্মসূচি চাপা পড়তে থাকে এবং গ্রিসের ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকে। সিপ্রাস ইতিমধ্যে জার্মান প্রাধান্যের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে থেকেই সমঝোতা করার কথা বলেন। সিপ্রাস এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী ধারের পরিমাণ, পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ও ৭০ শতাংশ 'সংস্কার' বিষয়ে পুনরালোচনার প্রস্তাব দেন! চুক্তি একবার স্বাক্ষরিত হয়ে যাবার পর তাঁরা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসেন।

কিছু সময়ের জন্য সিরিজা 'ব্যয় সংকোচনের বিরোধিতা' এবং 'ঋণদাতাদের সাথে সমঝোতা'য় আসার দ্বৈত অবস্থানে ছিল। সিরিজার 'বাস্তববাদী' অবস্থান মূলত শিক্ষাবিদ মন্ত্রী, প্রাক্তন চঅঞঙক সদস্য এবং মধ্যবিত্তদের মনোভাবেরই প্রতিফলন। আর সিরিজার বিপ্লবী কথাবার্তা ও আচরণ মূলত ঋণ পরিশোধের চুক্তি হলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বেকার তরুণ ও দরিদ্র জনগণের চাপের ফল।

গ্রিসের ঋণ সত্যিকার অর্থে গ্রিসের জনগণের ঋণ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা এবং ইউরো-ব্যাংকগুলো জেনেশুনেই উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তায়িত লুটপাটকারী, গোষ্ঠীতন্ত্রী এবং ব্যাংকারদের ঋণ দিয়েছিল। বেশির ভাগ অর্থই সুইস অ্যাকাউন্টে পাচার হয় বা লন্ডন-প্যারিসের দামি রিয়েল এস্টেট কিনতে খরচ হয়,

ইইউ-সিরিজা: সংগ্রামের আগেই ছাড় আত্মসমর্পণ এবং পরাজয়ের দিকে ধাবিত করে

গ্রিসের ঋণ সত্যিকার অর্থে গ্রিসের জনগণের ঋণ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা এবং ইউরো-ব্যাংকগুলো জেনেশুনেই উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তায়িত লুটপাটকারী, গোষ্ঠীতন্ত্রী এবং ব্যাংকারদের ঋণ দিয়েছিল। বেশির ভাগ অর্থই সুইস অ্যাকাউন্টে পাচার হয় বা লন্ডন-প্যারিসের দামি রিয়েল এস্টেট কিনতে খরচ হয়, যার ফলে ঋণের অর্থ এমন কোনো কাজে বিনিয়োগ হয়নি, যা থেকে অর্জিত আয়ের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে, ঋণের একটা বড় অংশই অবৈধভাবে গ্রিসের জনগণের কাঁধে চাপানো হয়। সিরিজা সমঝোতার শুরু থেকে ঋণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেনি, যাদের কাছ থেকে ঋণের অর্থ আদায় করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সিরিজা ব্যয় সংকোচন নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেও তারা এই নীতিকে চাপিয়ে দেওয়ার কর্তৃপক্ষ হিসেবে ইউরো সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। শুরু থেকে সিরিজা ইইউয়ের সদস্যপদ মেনে নিয়েছে। 'বাস্তবতা'র নামে সিরিজা সরকার সমঝোতার ভিত্তি হিসেবে আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের দায় মেনে নেয়।

সাংগঠনিকভাবে সিরিজা কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব গড়ে তোলে, এর সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন অ্যালেক্সি সিপ্রাস। তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব পরিবর্তনকামী বিভিন্ন স্তরের নেতাদের প্রভাবকে দুর্বল করে। এর ফলে ব্রাসেলসের গোষ্ঠীতন্ত্রের সাথে 'আপোস' সহজ হয়। কিন্তু এটি নির্বাচনী অঙ্গীকারবিরোধী এবং ইইউকেন্দ্রিক নীতিনির্ধারক এবং সুবিধাভোগীদের ওপর গ্রিসের স্থায়ী নির্ভরশীলতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সমঝোতার নামে যে কোনো দ্বিচারিতা জনগণের মাঝে কোনো তর্ক বা সংসদের বাইরে কোনো বিদ্রোহ হিসেবে যেন দেখা না দেয়, সেটা নিশ্চিত করতে সিপ্রাস নির্বাচনের পর দলীয় শৃঙ্খলাকে মজবুত করেছেন। গ্রিসের গণতান্ত্রিক ফলাফল-বিরোধী সাম্রাজ্য সিরিজা গণতান্ত্রিকভাবে বৈধতা লাভের পর থেকেই ইইউ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মতো স্বৈরাচারী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। সিরিজার কাছে ইইউয়ের ক্ষমতাবানদের দাবি হলো :

১) শর্তহীন আত্মসমর্পণ;

২) পাসোক-নিউ ডেমোক্রেসি পার্টির সময় থেকে চলে আসা বিভিন্ন নীতি-পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন রীতি অব্যাহত রাখা;

৩) সকল রকম সামাজিক পরিবর্তন (ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো, অবসর ভাতা বাড়ানো, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বেকারত্ব খাতে ব্যয় বাড়ানো) এর এজেন্ডা প্রত্যাহার করা;

৪) ইউরোপিয়ান কমিশন-ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক-আইএমএফ অর্থাৎ ত্রিপাণ্ডব ঘোষিত এবং নির্দেশিত সকল কর্মসূচি মেনে চলা;

৫) বর্তমান ৪.৫ শতাংশ প্রাথমিক বাজেট উদ্বৃত্ত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-১৭ সময়কালে অব্যাহত রাখা।

এসব দাবি মানতে বাধ্য করার অংশ হিসেবে ব্রাসেলস সকল রকম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া, সব ঋণ পরিশোধ চাওয়া, জরুরি তহবিল সহয়তা বন্ধ করা এবং গ্রিসের স্থানীয় ব্যবসায় ঋণের অর্থ জোগানদাতা গ্রিক ব্যাংক বন্ডগুলোর স্বীকৃতি না দেওয়ার হুমকি দেয়। ব্রাসেলস সিরিজাকে তার সকল শর্ত মেনে নিয়ে রাজনৈতিক আত্মহত্যার 'সুযোগ' করে দেয়। সিরিজা তার নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে জনরোষের মুখে পড়বে। অন্যদিকে ব্রাসেলেসের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে এবং জনসমর্থনের ওপর নির্ভর করে সিরিজা অর্থের নতুন সংস্থান, পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং 'জরুরি অবস্থার অর্থনীতি'তে প্রবেশ করতে পারে।

সিরিজা শুরুতে ব্রাসেলসকে যে ছাড় দিতে চেয়েছিল, তাতে ব্রাসেলস কর্ণপাত করেনি। ব্রাসেলস সমঝোতার উদ্দেশ্যে দেওয়া ছাড়কে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দিকে পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছে। সিরিজা ইতিমধ্যেই ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধির বিনিময়ে বড় আকারের ঋণ মৌকুফের দাবি তুলে নিয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে ঋণ পরিশোধ অব্যাহত রাখতে রাজি হয়েছে। ঞৎড়রশধ ছাড়া আর যে কোনো ইউরোপীয় খবরদারি মেনে নিয়েছে। স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়-সুযোগ আদায়ের বিনিময়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। সিরিজার চাওয়া কেবল জার্মান অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ন্যূনতম আর্থিক নমনীয়তা! সিরিজা

সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং টেলিযোগাযোগ খাতের মতো কৌশলগত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের চলমান প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করেনি বা ইতিমধ্যেই বেসরকারীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো ফিরিয়ে নেওয়ারও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কিন্তু ব্রাসেলসের কাছে তো গ্রিসের কৌশলগতভাবে লোভনীয় খাতগুলো বিক্রি করে দেওয়া কাঠামোগত সংস্কারের এক অপরিহার্য অংশ। সিরিজার নমনীয় প্রস্তাব এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করার উদ্যোগকে জার্মানি এবং তার অধীনস্থ ২৭ পুতুল প্রত্যাখ্যান করেছে।

চরমপন্থী, নয়া-উদারবাদী নীতির প্রতি ইইউয়ের অন্ধ অনুমোদন, গ্রিসের জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস সাধন এবং সবচেয়ে লাভজনক সেক্টরগুলো সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার তৎপরতার খবর সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে। দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ল্য মঁদে ইইউয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রচার সহযোগী। সিরিজা ব্রাসেলসের একগুঁয়েমি এবং অধীনস্থ রাখার প্রক্রিয়াকে মোকাবেলা করে, গ্রিসে আলোচিত বিভিন্ন দাবি ইউরোপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মন্ত্রীদের সাথে তারা অনেক বৈঠক করেছে। প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি সিপ্রাস এবং অর্থমন্ত্রী ঈয়ানিস ভারদুলাকিস প্যারিস, লন্ডন, ব্রাসেলস, বার্লিন ও রোমে গেছেন সমঝোতায় সম্মত করানোর জন্য। এসব কাজে লাগেনি। ব্রাসেলসের অভিজাতরা বারবার বলেছেন :
গ্রিসকে সম্পূর্ণ ঋণই সময়মতো পরিশোধ করতে হবে। গ্রিসের উচিত ৪.৫ শতাংশ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করার জন্য রাষ্ট্রীয় খরচ কমিয়ে দেওয়া, যেন এই উদ্বৃত্ত থেকে ঋণদাতা, বিনিয়োগকারী ও লুটপাটকারীদের অর্থের জোগান নিশ্চিত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন রীতিমতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েই কোনো ধরনের নমনীয়তা দেখানো বা ছাড় দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এর উদ্দেশ্য : দেশের ভেতরের সমর্থক এবং দেশের বাইরের (স্পেন, ইটালি, পর্তুগাল, আয়ারল্যান্ড) সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের চোখে সিরিজা পার্টির গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস করা।

উপসংহার

গ্রিসকে নিধন করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই ইইউয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া চলমান। সিরিজাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরা এই প্রক্রিয়ারই অংশ। লুটেরা রক্ষণশীল ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দুর্দশাগ্রস্ত গ্রিসের সমগ্র জনগোষ্ঠী বীরোচিত প্রয়াস চালাচ্ছে। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে বর্বর ভূমিকা পালন করছে। কোনো সাম্রাজ্যই স্রেফ যুক্তিতর্কে মুগ্ধ হয়ে তার উপনিবেশ ছেড়ে আসে না। গ্রিসের প্রতি ব্রাসেলসের আচরণ 'শাসন করো বা ধ্বংস করো' ধাঁচে চলছে। ইইউয়ের 'বেইল আউট' আর কিছুই না, লগ্নি পুঁজিকে গ্রিস হয়ে আবার ইউরো-নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকের কাছেই ফেরত পাঠানোর এক চটকদার প্রক্রিয়ার নাম। মাঝখান দিয়ে গ্রিসের শ্রমিক এবং কর্মচারীরা আরো বড় অঙ্কের ঋণের জালে আটকা পড়বে, চলমান আধিপত্যও অক্ষুণ্ন থাকবে। ব্রাসেলসের এই 'বেইল আউট' হলো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো দেশ বা অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার, সে প্রতিষ্ঠান Troika বা অন্য যে নামেই পরিচিত হোক।

ব্রাসেলস ও জার্মানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী সদস্য দেশ চায় না, তারা বরং ছোট আকারে ছাড় দিতে রাজি, যেন তা দেখিয়ে অর্থমন্ত্রী ভারদুলাকিস আংশিক বিজয় দাবি করতে পারেন। আর্থিক সহযোগিতা চুক্তিকে সিপ্রাস-ভারদুলাকিস পূর্বের চেয়ে নতুন এবং ভিন্ন বলে দাবি করবেন অথবা সাময়িক পশ্চাদপসরণ হিসেবে অভিহিত করবেন। জার্মানি গ্রিসকে তার বাজেটের উদ্বৃত্ত পরের বছর ৪.৫ থেকে ৩.৫ কমাতে অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু তার পরেও তা অর্থনীতির উদ্দীপনাকে কমাবে এবং অবসর ভাতা, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি স্থগিত রাখবে। রাষ্ট্রীয় খাত বেসরকারীকরণ এবং অন্যান্য সংস্কার প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না। এ বিষয়ে নতুন করে সমঝোতা করা হবে এবং রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে।
লুটেরা পুঁজিপতিদেরকে সামান্য অতিরিক্ত কর দিতে বলা হবে। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে ফাঁকি দেওয়া বিপুল পরিমাণ বকেয়া কর আদায়ের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না।

পাসোক বা নিউ ডেমোক্রেসি পার্টির লুটেরা নেতা-কর্মীদেরও চুরি-লুণ্ঠনের দায়ে কোনো বিচার হবে না। সিরিজার আপোস থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, ইকোনমিস্ট, ফিনান্সিয়াল টাইমস বা নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো ডানপন্থী পত্রিকাগুলো যে সিরিজাকে 'অতি বাম' বা 'উগ্র বাম' হিসেবে চিহ্নিত করত, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র গণবিদ্রোহই পারে সিরিজার আত্মসমর্পণ এবং অর্থমন্ত্রী ভারদুলাকিসের অগ্রহণযোগ্য সমঝোতাকে পাল্টে দিতে। যেহেতু পার্টিতে তাঁর কোনো গণভিত্তি নেই, জনগণের স্বার্থপরিপন্থী চুক্তি স্বাক্ষরের দায়ে সিপ্রাস তাঁকে সহজেই পদচ্যুত করতে পারেন।

যাই হোক, ইইউয়ের অন্ধত্ব ও একগুঁয়েমি চলতে থাকলে সিপ্রাস এবং সিরিজাকে হয়তো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ইউরো সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং সত্যিকার অর্থেই একটি মুক্ত ও স্বাধীন দেশ হিসেবে গ্রিসের নীতি ও অর্থনীতি গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে হতে পারে। জার্মানি-ব্রাসেলেস নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্য থেকে গ্রিসের সফল প্রস্থান ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভাঙন ধরাবে। কারণ অন্য অধস্তন রাষ্ট্রগুলোও বিদ্রোহ করবে এবং গ্রিসের উদাহরণ অনুসরণ করবে। তারা শুধু ব্যয় সংকোচন নীতির প্রত্যাহার দাবি করবে না, সাথে বিদেশি ঋণ এবং আজীবন সুদ পরিশোধেরও বিরোধিতা করবে। পুরো আর্থিক সাম্রাজ্য বা তথাকথিত বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থাটাই হুমকির মুখে পড়বে।
গ্রিস আরো একবার গণতন্ত্রের সূতিকাগার হয়ে উঠবে।

অনুবাদ: দেবাশিষ সরকার

মূল লেখা : http://petras.lahaine.org/?p=2021